PSC Misc. Main Exam. Practice Set

Paper-II (Bengali) Answers with Explanation

1. সেদিন ছিল শনিবার। দুপুর দুটোয় অফিস ছুটি। ছুটির পর সব্যসাচীবাবুর সঙ্গে বইমেলায় যাচ্ছিলাম। ধর্মতলায় আসতেই দেখা হয়ে গেল বারিদবাবুর সঙ্গে। অপেক্ষা করছিলেন দেখে জিজ্ঞেস করলাম— কি ব্যাপার দাঁড়িয়ে কেন এখানে?
উত্তরে বললেন, বইমেলায় যাব কিন্তু রাস্তায় যা মিছিল। দেখুন ট্রাম-বাস সব ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। কি করে যাই বলুন তো? সব্যসাচীবাবু বলে উঠলেন, আরে আমরা তো ঐখানেই যাচ্ছি। চলুন হেঁটেই যাওয়া যাক। তিনজনে আছি, কতক্ষণ আর সময় লাগবে? মাইল দেড়েকের পথ হবে। গল্প করতে করতেই পৌঁছে যাব। অ্যাচিভার্স
বেশ তাই হোক, বলে তিনজনে হাঁটতে শুরু করলাম।
শীতের শেষে রোদটা বেশ আরাম লাগছে। সামনে ধু-ধু মাঠ। দূরে বইমেলার টিনের চালাগুলি আবছা ভেসে উঠেছে। একটু এগিয়ে যেতে সব্যসাচীবাবু বললেন, একটা ভূতের গল্প বলছি শুনুন। যদিও এটা ভূতের গল্পের পরিবেশ নয়, তবু বলছি। এটা বেশ জমাটি গল্প। অবশ্য এ গল্পটা আমার বাবার মুখে শোনা।
বেশ কিছুদিন আগের কথা। তখন আনুমানিক ১৯৪৬ সাল হবে। বাবা উল্টোডাঙ্গার একটা বেসরকারি সংস্থার স্টোর ইনচার্জ। অফিসের এক বন্ধুর তিনদিন অনুপস্থিতিতে ওর বাড়িতে গেলেন খবর নিতে। গিয়ে দেখলেন ওর ছেলের ভীষণ অসুখ। থেকে থেকে শুধু মুখ দিয়ে রক্তবমি উঠছে। কোথাও কোনো আঘাত লাগেনি। ওর স্বাস্থ্যটা বেশ ভাল অথচ হঠাৎ কেন এমন হল জানি না। ডাক্তাররা হিমশিম খাচ্ছেন রোগ ধরতে। অ্যাচিভার্স

2. শুধু পরীক্ষা পাসের জন্য নয়, বরং জ্ঞানার্জনের জন্য লেখাপড়া। সহজে পরীক্ষা পাসের মোহ থেকে ছাত্রছাত্রীকে মুক্ত করতে না পারলে প্রকৃত জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। স্বাধীন জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হলে তরুণ সমাজকে জ্ঞানার্জনের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। এ পথেই দেশ ও জাতির প্রকৃত কল্যাণ আসতে পারে।

3. **সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইটের কবলে বর্তমান যুব সমাজ**
২০ ডিসেম্বর, পূর্ব মেদিনীপুর : একবিংশ শতাব্দী হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির সাথে সাথে দ্রততালে এগিয়ে চলেছে মানবসভ্যতা। এই যুগের এক নবতম সংযোজন হল সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের মাধ্যমে খুব সহজেই পৃথিবীর বহু অজানা বিষয় কয়েক মুহূর্তেই মানুষের হাতের মুঠোয় চলে আসছে। সময়ের সাথে সাথে এই মাধ্যমটি আবাল বৃদ্ধ বনিতার কাছে আকর্ষণীয় ও মোহময়ী হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে যুবসমাজের কাছে এই মাধ্যমটি হয়ে দাঁড়িয়েছে পরম সখা-মিত্র বা বন্ধু। অধিকাংশ যুবক-যুবতীর কাছে ভালো-মন্দ লাগার কিংবা নিজের সমূহ আবেগ-উচ্ছ্বাস, সুখ-দুঃখ প্রকাশ করার মাধ্যম হয়ে উঠেছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট। ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, ইন্সট্রাগ্রাম, ট্যুইটার, টেলিগ্রাম প্রভৃতি হল বর্তমান সময়ের এক অতিপরিচিত সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট। অ্যাচিভার্স
এই মাধ্যমগুলির অনেকখানি ইতিবাচক দিক রয়েছে। তারা নিজেদের হারিয়ে যাওয়া বন্ধুবান্ধবদের যেমন খুঁজে পায়, তেমনি তারা বিবিধ বিষয়ে শিক্ষালাভ গ্রহণ করে থাকে। সবকিছু সংবাদ তারা এই মাধ্যম থেকে জানতে যেমন পারে তেমনি কিছু ভালোলাগা বা শিক্ষনীয় খবরাখবর বন্ধুদের শেয়ারও করতে পারে। তবে বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর আবিষ্কার যুবসমাজকে অনেকখানি বিপথে চালিত করছে। এই মাধ্যমগুলিকে 'সব পেয়েছির দেশ' হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। যুবসমাজ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষ ঠকানো, কাউকে কলঙ্কিত করতে মিথ্যা প্রচার হিসাবে এই মাধ্যমকে ব্যবহার করছে। কখনো বন্ধুত্ব করে তাদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করছে, অশ্লীল ছবি পর্যন্ত ব্যবহার করছে। সত্যতা বিচার না করেই বিভিন্ন রকম তথ্য পোস্ট বা শেয়ার করে মনের অজান্তেই অপরাধ করে ফেলছে। তারা এই সাইট ব্যবহার করে কল্পলোকের বাসিন্দা হয়ে উঠছে। সাময়িক তৃপ্তির আকাঙ্খায় মানবিকবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে অপরাধমূলক জগতের খাতায় নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করার মতো বোকামি করে ফেলছে।
দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিকাশে যুবসমাজের অবদান অনস্বীকার্য। তাই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর ভয়ানক জালে না জড়িয়ে সেটিকে সমাজের হিতকর কাজে ব্যবহারে উদ্যোগী হতে সচেষ্ট হতে হবে। যুব সমাজকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে সমাজের প্রতি আরও দায়িত্বশীল ও অনুপ্রাণিত করে তুলতে হবে। মানবিকবোধ জাগ্রত করে, সুস্থ মানসিক স্থিতি তৈরি করেই যুবসমাজের মধ্য থেকে এই অপরাধ প্রবণতা কমিয়ে আনা সম্ভব।

4. ফেরিওয়ালা → ফেরি + ওয়ালা — বাংলা (তদ্ধিত) প্রত্যয়।
পিপাসা → √পা + সন্ + অ + আ — কৃৎ-প্রত্যয়।
মহত্ত্ব → মহৎ + ত্ব — তদ্ধিত-প্রত্যয়।
ধনবান → ধন + মতুপ — তদ্ধিত-প্রত্যয়।
রাঘব → রঘু + ষ্ণ — তদ্ধিত-প্রত্যয়। অ্যাচিভার্স

5. পটল তোলা → মারা যাওয়া।
অন্ধের যষ্টি → অসহায়ের শেষ সম্বল।
অকুল পাথার → সমূহ বিপদ।
অগস্ত্যযাত্রা → শেষযাত্রা।
আমড়া কাঠের ঢেঁকি → অপদার্থ।

6. (i) অশ্ব— ঘোড়া
অশ্ম— পাথর
(ii) আদি— প্রথম
আধি— মনোবেদনা
(iii) গ্রামীণ— গ্রাম্য
গ্রামণী— গ্রামের দেবতা
(iv) তরণি— সূর্য
তরণী— নৌকা
(v) দার— পত্নী অ্যাচিভার্স
দ্বার— দরজা